উরি হামলার প্রেক্ষিতে পাকিস্তান হাই কমিশনারকে তলব

পররাষ্ট্রসচিব ড. জয়শঙ্কর আজ ডেকে পাঠান পাকিস্তান হাই কমিশনার জনাব আবদুল বাসিতকে এবং তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, পাকিস্তান সরকার ২০০৪ সালের জানুয়ারিতে বিধিসম্মত অঙ্গীকার করেছিল, তাদের মাটি বা তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা অঞ্চল ভারত বিরোধী সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের জন্য ব্যবহার করতে দেবে না। এই অঙ্গীকার ক্রমাগত এবং ক্রমবর্ধমান লঙ্ঘন খুবই গুরুতর উদ্বেগের বিষয় হয়ে উঠেছে।

সাম্প্রতিক উরিতে জঙ্গি হামলা বুঝিয়ে দিল পাকিস্তানে সন্ত্রাসবাদের পরিকাঠামো সক্রিয় রয়েছে। আমরা পাকিস্তানের কাছে প্রকাশ্য প্রতিশ্রুতির দাবি জানাচ্ছি, ভারতের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসকে সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বিরত থাকার জন্য।

এ বছরে, পাঠানকোর্ট বায়ুসেনা ঘাঁটিতে হামলা থেকে শুরু করে, এলওসি এবং আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণরেখা পার করে নির্দেশ মাফিক ভারতে ধারাবাহিক সশস্ত্র জঙ্গিরা হামলার চেষ্টা করে গিয়েছে। এলওসি-র সংশ্লিষ্ট এলাকায় ১৭টি এ ধরণের হামলা মোবাবিলা করা হয়েছে, যার ফলে ৩১ জন সন্ত্রাসবাদীদেরকে নিকেশ করা হয়েছে এবং প্রতিরোধ করা হয়েছে তাদের জঙ্গি কার্যকলাপকে। পররাষ্ট্রসচিব এছাড়াও তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, যখন তিনি কথা বলছেন তখনও এলওসিতে দু'জায়গায় সংঘর্ষ চলছে।

সাম্প্রতিক ঘটনার প্রেক্ষিতে বেশ কয়েকটি জিনিস উদ্ধার করা হয়েছে।

ক) জঙ্গিদের মৃতদেহ থেকে জিপিএস সমন্বয়কারীদের সঙ্গে যোগাযোগের মুহূর্ত এবং এলওসি টপকে অনুপ্রবেশের সময় এবং পরবর্তী জঙ্গি হামলার স্থান ইঙ্গিত করে।

খ) পাকিস্তানি চিহ্নযুক্ত গ্রেনেড।

গ) যোগাযোগের ম্যাট্রিক্স শীট।

ঘ) যোগাযোগের যন্ত্রাংশ।

ঙ) পাকিস্তানের বিভিন্ন দোকানে তৈরি খাবার, ওষুধ, এবং পোশাক।

যদি পাকিস্তান সরকার এই সীমান্ত টপকে হামলার তদন্ত করতে চায়, ভারত প্রস্তুত আছে উরি এবং পুঞ্চে নিহত জঙ্গিদের আঙুলের ছাপ এবং ডিএনএ নমুনা প্রদান করার জন্য।

এখন আমরা পাকিস্তানের কাছ থেকে একটি প্রতিক্রিয়া প্রত্যাশা করছি।

নয়াদিল্লি

সেপ্টেম্বর ২১, ২০১৬